সাইবার ট্রাইবুনাল ও খুলনা জেলা লিগ্যাল এইড অফিস পরিদর্শনে নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

১৫ নভেম্বর, ২০২৩ নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগ কর্তৃক খুলনা জেলা জজ আদালত এর সাইবার ট্রাইবুনাল ও লিগ্যাল এইড অফিস পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়।

উক্ত পরিদর্শনের আয়োজক ছিলো ফল - ২১ ব্যাচ। পরিদর্শনের আহ্বায়ক ও সার্বিক দিক নির্দেশনায় ছিলেন আইন বিভাগের প্রভাষক শেখ সোহাগ হোসেন।

আইন বিভাগের শিক্ষার্থীরা মনে করে যে শুধু আইনের শিক্ষার্থী হিসেবে ই নয় স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকের সাইবার নিরাপত্তা এবং আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা উচিত। শুধু তাই নয় আইনের শিক্ষার্থী হিসেবে পাঠ্যপুস্তক থেকে অর্জিত জ্ঞানের বাইরে ব্যাবহারিক জ্ঞান থাকা টা ও জরুরী।

আইন বিভাগের প্রভাষক শেখ সোহাগ হোসেন তার শিক্ষার্থী দের কে লিগ্যাল এইড, ADR এবং সাইবার নিরাপত্তা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেন। আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হাসিবুল হোসাইন সুমন বলেন, " লিগ্যাল এইড এর ধারণা বাংলাদেশে নতুন যা পূর্বে ছিলো না। নতুন আইন এর মাধ্যমে গরিব, অসহায় এবং দুস্থ যারা আদালতের খরচ বহন করতে অক্ষম তাদের জন্য সরকারের এ ব্যাবস্থা। একে আইনি সেবা বলা হয়। একই সাথে গরিব - অসহায় মানুষে কে ন্যায়বিচার দেওয়ার লক্ষ্যে লিগ্যাল এইড এবং ADR (Alternative Dispute Resolution) সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লিগ্যাল এইড অফিসার আদালতের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে বিভিন্ন ফৌজদারী অপরাধ এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪৫ ধারার অধীনে যে পারিবারিক সমস্যার কথা বলা হয়েছে সেই সমস্যার নিষ্পত্তি করেন ADR এর মাধ্যমে।" সরকারের এ সিদ্ধান্ত কে

যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত বলেও তিনি মনে করেন। আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জনগণকে জানাতে পারলে তা সুফল বয়ে আনবে। এ ব্যাপারে লোকবল সংকট কিংবা আইনজীবী দের অনীহা ইত্যাদি ধরনের ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু এ পদ্ধতি বহাল থাকলে সঙ্কা কমবে এবং জনগণ ন্যায়বিচার পাবে বলে ও আইন বিভাগের প্রধান হাসিবুল হোসাইন সুমন মনে করেন।

খুলনা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার জনাব মো: শরীফুর রহমান (সিনিয়র সহকারী জজ) বলেন, "লিগ্যাল এইড মূলত তিন ধরনের সেবা দিয়ে থাকে। প্রথমত পরামর্শ দেওয়া হয়। ধনী - গরিব,নারী - পুরুষ প্রত্যেকে তার নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে আইনি জিজ্ঞাসা করতে পারে। দ্বিতীয়ত অসহায় দের আইনগত প্রতিকার দেওয়া হয় এবং আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয় অসচ্ছল দের। এক্ষেত্রে দেওয়ানি মামলা হয় তিন প্রকারের। সম্পত্তির অধিকার, পদের অধিকার এবং ধর্মীয় অধিকার সম্পর্কিত। ফৌজদারী মামলা আপোষযোগ্য হতে পারে আবার না ও হতে পারে। আপোষ্যোগ্য মামলায় দুই পক্ষ কে নোটিশ দিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ এর নিষ্পত্তি করে দেওয়া হয়। যা ADR নামে পরিচিত। "

তিনি আরো বলেন, "খুলনা জেলা জজ আদালতে আইনগত সহায়তার জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক বরাদ্দ করা অর্থ পর্যাপ্ত পরিমানে রয়েছে। প্রতিটি জেলায় লিগ্যাল এইড অফিস এবং লিগ্যাল এইড অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। উপজেলা এবং ইউনিয়ন গুলোতে ও লিগ্যাল এইড কমটি করা হয়েছে।"

আমাদের উচিত সবাইকে আইনগত সহায়তা সম্পর্কে জানানো এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি করা। আমরা চাই আইনি সেবা থেকে কেউ বঞ্চিত না হোক। উঠান বৈঠক, প্রচার - প্রচারণা, কুইজ, বিতর্ক কিংবা বেতারের মাধ্যমে জনগনের মাঝে আমরা আইনগত সহায়তার বার্তা পৌঁছে দিতে চাই।

পরিদর্শনের সময় আরো উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা জজ আদালত এর প্রবীণ আইনজীবী আব্দুল হক। তিনি বলেন, " লিগ্যাল এইড আইনগত সহায়তা এবং আর্থিক সহায়তা দেয় ভুক্তভোগী দের।"

সেখানে বিভিন্ন অজানা বিষয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষার্থীরা। তাদের সামনে পাঁচটি সমস্যার সমাধান করেন জনাব মো: শরীফুর রহমান। তার মধ্যে ছিলো দেওয়ানি সমস্যা, ফৌজদারী সমস্যা এবং পারিবারিক সমস্যা।

জেলা লিগ্যাল এইড অফিস ভবিষ্যতে নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপ ও বিভিন্ন উঠান বৈঠকে ট্রেইনার হিসেবে কাজ করার সুযোগ করে দিবেন বলে আশ্বস্ত করেন খুলনা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার জনাব মো: শরীফুর রহমান।

অত:পর উক্ত স্থানে কর্মরত বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সাথে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী দের কুশল বিনিময় এবং সাইবার ট্রাইবুনাল পরিদর্শনের মধ্যে দিয়ে বেলা ১:০০ টার দিকে পরিদর্শন শেষ হয়।